যুগান্তর

তারিখ ... 09 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৭৬ ... কলাম ... ৬ ......

মাওবাদী সংশ্লিষ্টতা

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী অধ্যাপকের যাবজ্জীবন

যুগান্তর ডেস্ক

মাওবাদী রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক প্রতিবন্ধী অধ্যাপক জিএন সাইবাবাসহ ৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে ভারতের একটি আদালত। তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ ছিল। খবর হিন্দুস্তান টাইমস ও টাইমস অব ইন্ডিয়ার। সাইবাবা ছাড়াও সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে আছেন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হেম মিশ্র ও সাবেক সাংবাদিক প্রশান্ত রাহিসহ আরও ৪ জন। ২০১৪ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক জিএন সাইবাবাকে গ্রেফতার করে মহারাষ্ট্র পুলিশ।

জিএন সাইবাবা

তার বিরুদ্ধে মাওবাদী রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা হয়। মামলা হয় মহারাষ্ট্রের আদালতে। নাগপুর সেন্ট্রাল জেলে ২ বছর কারাভোগের পরে, শারীরিক কারণে মুম্বাই হাইকোর্টের আদেশে জামিন পান তিনি। তবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করে।

২০১৩ সালে গ্রেফতার হন হেম ও রাহি। তাদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মাওবাদী নথিপত্র, হার্ডডিস্ক ও পেনড্রাইভ উদ্ধার করা হয়। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী অধ্যাপক সাইবাবাকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার তাদের বিরুদ্ধে রায় দেন বিচারক সুরাকান্ত সিন্ধে। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী প্রশান্ত সতিনাথন আদালতের শুনানি চলাকালে জানান, দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়ভাবে মাওবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সাইবাবা। ২০১২ সালে ওড়িশা আর অন্ধ্রপ্রদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত মাওবাদী সংগঠনের সম্মেলনেও অংশ নিয়েছেন তিনি। তার মতে, সহযোগীদের নিয়ে সাইবাবা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। অধ্যাপক সাইবাবার আইনজীবীরা জানিয়েছেন, আদালতের এ রায়ের বিরুদ্ধে মুম্বাই হাইকোর্টে আপিল করা হবে। সাইবাবাকে গ্রেফতারের পরে ভারতজুড়ে এর তীব্র প্রতিবাদ হয়। তার মুক্তির দাবিতে পথে নামে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন। প্রতিবাদ হয় অনলাইনেও। প্রতিবাদে সোচ্চার হন বুকারজয়ী ভারতীয় লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট অরুন্ধতী রায়। এ কারণে রাষ্ট্রীয় রোষানলে পড়তে হয় তাকে।